ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বেড়ে দাঁড়ায় দ্বিগুণেরও বেশি। এ পর্যন্ত ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ১ লাখ ১৩ হাজার ৭৬৬ দশমিক ১৭ কোটি টাকা।

প্রতি বছরের জুন পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী দেখা গেছে, ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে ৫৮ হাজার ১৮৫ কোটি টাকা। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০০৮ সালের এ সময়ে ঋণের পরিমাণ ছিলো ৪৭ হাজার কোটি টাকা। ২০১০ সালের জুনে দাঁড়ায় ৬৪ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা। ২০১১ সালের জুনে ৭৩ হাজার ৪৩৬ কোটি টাকা। ২০১২ সালের জুনে ৯৩ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা এবং ২০১৩ সালের এ সময়ে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৯ হাজার ১৯৬ হাজার ৩২ কোটি টাকা।

সূত্রটি জানায়, ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ছয় মাসে সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিয়েছে ১১ হাজার ২৬৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। অন্যদিকে, আলোচ্য এ সময়ে সরকার কর্তৃক ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে মাত্র ৬৪৮ কোটি ২০ লাখ টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, মহাজোট সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের আগের সরকার ২০০৮ সালের ৪ জুন থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইস্যুকৃত ৫, ১০, ১৫ এবং ২০ বছর মেয়াদী বিজিটি বন্ডের ৬ হাজার ৬১০ কোটি ১৭ লাখ টাকা, ৯ জুন থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত পরিশোধিত ৩ বছর মেয়াদী বিজিটি বন্ডের উপর ৫১৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা, ৩০ জুন তারিখে পরিশোধিত ২৫ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারি বন্ড এর ১৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা সমন্বয় করে এ ঋণ নেয়।

এদিকে, ২০১৩ সালের ছয় মাসের হিসেবে দেখা গেছে, এ বছরের ৩ জুলাই থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইস্যুকৃত ২, ৫, ১০, ১৫ এবং ২০ বছর মেয়াদী বিজিটি বন্ডের ৮ হাজার ৫২৯ কোটি ৯২ লাখ টাকা, একই বছরের ১৬ জুলাই থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিশোধিত পাঁচ বছর মেয়াদি বিজিটি বন্ডের ওপর ১ হাজার ১৬৩ কোটি ৭ লাখ টাকা, ২ জুলাই পরিশোধিত ২৫ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারি বন্ডের (জুট) ২ কোটি ৭৪ লাখ টাকা সমন্বয় করে সরকার এ ঋণ নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভনর্র ড. সালেহউদ্দীন আহমেদ শীর্ষ কাগজকে বলেন, রাজস্ব আয় ঘাটতি থাকায় সরকার ব্যাংক নিভর্রশীল হয়ে পড়েছে। এভাবে ঋণ গ্রহণ যদি চলতে থাকে এবং পরিশোধ যদি না করে তাহলে ভবিষ্যতে ব্যাংকিং খাত খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়বে।

প্রাইভেট সেক্টর হুমকির মধ্যে পড়বে উলেখ করে তিনি বলেন, এটার কারণে ব্যাংক মুনাফায়ও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ব্যাংকিং খাত বাঁচাতে হলে সরকারকে এ অর্থ দ্রুত ফেরত দিতে হবে এবং ঋণ গ্রহণের মাত্রা কমাতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আকবার আলী খান বলেন, সরকারের ব্যাংক ঋণ কিছুটা বেড়েছে ঠিক। তবে এটা সহনশীলতার মধ্যে রয়েছে। ঘাটতির হার এখনো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম বুলবুল বলেন, সরকারের ব্যাংক ঋণের মূল কারণ উন্নয়ন খাতে খরচের জন্য ব্যবহার করা। তবে এটা বাড়ানো ঠিক নয়। সম্প্রতি যেভাবে দেশে আন্দোলন হয়েছে, তাতে করে দেশে সকল উৎপাদন কমে গেছে। সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমে গেছে। সরকারকে এ কারণে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে।

তবে তিনি আশা করেন আগামী মার্চ মাসের প্রতিবেদনে সরকারের ব্যাংক ঋণ অনেক কমে আসবে।

এদিকে একাধিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে আলাপকালে তারা বলেন, বিদেশ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা কমে গেছে। এ কারণে সরকার বেসরকারি খাত থেকে ঋণ গ্রহণ করছে। এতে করে ব্যাংকগুলোতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এছাড়া, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বেশি পরিমাণে ঋণ নেয়ার কারণে তহবিল ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, ব্যাংকিং খাত থেকে সরকার বেশি ঋণ নিলেও তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কেননা বেসরকারি খাতে ঋণ চাহিদা কম থাকায় সরকারের চাহিদার পুরোটাই এখন সরবরাহ করছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। যা অলস অর্থ ব্যাংকে ফেলে রাখার চেয়ে উত্তম।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মু. মাহফুজুর রহমান বলেন, এ সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বেশি ঋণ নিয়েছে বলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ যত বেশি ঋণ নেবে, ততো দেশে উন্নয়ন ঘটবে।

উলেখ্য, বিয়ালিশ বছরে বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে বাংলাদেশ ৫ হাজার ৯৩০ কোটি মার্কিন ডলার পেয়েছে। এর মধ্যে ঋণ হিসেবে পাওয়া গেছে ৩ হাজার ৪৬৫ কোটি মার্কিন ডলার। অনুদান ২ হাজার ৪৬৫ কোটি মার্কিন ডলার। সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজের সৌজন্যে

৭ বছর পর ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালু হচ্ছে জুনে

৭ বছর বন্ধ থাকার পর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এ বছরের জুন মাসে ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালু করবে। সোমবার বিমানের মহাব্যবস্থাপক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কেভিন জন মাসিক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান। কেভিন জন বলেন, যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে বিরতি দিয়ে নিউইয়র্কে সপ্তাহে দুটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে বিমান।

ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ থেকে ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইটের টিকিট পাওয়া যাবে বলেও জানান কেভিন। প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালে লোকসানের জন্য এই রুটে ফ্লাইট বন্ধ করে দেয়া হয়।

জাপা থেকে পদত্যাগ করলেন লিংকন

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন প্রেসিডিয়াম সদস্য আহসান হাবিব লিংকন। পদত্যাগের পর কাজী জাফর আহমদের সঙ্গে সাক্ষাত করে তার নেতৃত্বাধীন পার্টিতে যোগ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এ নেতা। রোববার বেলা ১১ টায় পাটির্র চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। পাটির্র চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ঘন ঘন রাজনৈতিক অবস্থান বদলের অভিযোগ করে পদত্যাগ পত্রে তিনি বলেন, এতে দলের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। জাতীয় পর্টি এখন দুইভাগে বিভক্ত' দাবি করে জাতীয় ছাত্র সমাজের সাবেক সভাপতি ও জাপা এর প্রভাবশালী এই নেতা পদত্যাগপত্রে উলেখ করেন, জাতীয় পার্টি এখন দুই ভাগে বিভক্ত। একটি অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন রওশন এরশাদ অন্য অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কাজী জাফর আহমদ। এক্ষেত্রে পাটির্র প্রেসিডিয়াম সদস্য রওশন এরশাদের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনে তিনি উলেখ করেছেন, 'কাজী জাফর আহমদ স্বচ্ছতার সঙ্গে দল পরিচালনা করছেন। পদত্যাগপত্র এরশাদের কাছে পাঠানোর পর বেলা ৩ টায় রাজধানীর গুলশানে কাজী জাফর আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন লিংকন।

এবার ইউরোপিয় ইউনিয়নের বিবৃতি পরিবর্তন করে দিল বিডিনিউজ২৪!

এবার ইউরোপিয় ইউনিয়নের বিবৃতি পরিবর্তন করার প্রমান পাওয়া গেছে বিডিনিউজ২৪ এর ব্রিদ্ধে! বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের স্টার্সবার্গে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন ও মানবাধিকারসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আয়োজিত বিতর্কে পার্লামেন্ট মেম্বাররা এ আহবান জানান।

বিতর্কে বলা হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহকে বাংলাদেশে সমঝোতার জন্য কাজ করা প্রয়োজন। এ সমঝোতার মাধ্যমেই দেশটির জনগণ গণতান্ত্রিক পন্থায় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হবে। বিতর্কে দ্রুত বাংলাদেশে দমন-নিপীড়ন বন্ধেরও আহবান জানানো হয়। বাংলাদেশ বিষয়ক বিতর্কে পার্লামেন্টের ৫ সদস্য অংশগ্রহণ করে। সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিতর্কে বলা হয়, ৫ জানুয়ারির নির্বাচন কেন্দ্রীক সহিংসতা উদ্বেগজনক। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা স্থবির হয়ে পড়ে।

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের মুক্তির কথা উলেখ করে এতে বলা হয়, বিরোধীদলের যে সমস্ত নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে তাদের মুক্ত করে দেয়া উচিত। গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় দলগুলোর ভিতর সমঝোতা প্রয়োজন। আর যে সমস্ত দল সহিংসতা ও সন্ত্রাসে লিপ্ত তাদের নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

দেখুন ইউরোপিয় ইউনিয়নের বিবৃতিটি যা তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রেস রিলিস হিসেবে দেয়া হয়েছে,

Bangladesh

MEPs condemn the widespread violence which erupted in the run-up to the January elections and express concern at the paralysis of every-day life in Bangladesh. ÒThe opposition politicians, subject to arbitrary arrest, should be released, parties having a democratic reputation need to develop a culture of mutual respect, and parties which turn to terrorist acts should be banned,Ó say MEPs.

The EU should use every means available to assist a process seeking Òa compromise which would give the Bangladeshi people a chance to express their democratic choice in a representative wayÓ, add MEPs.

দেশের অন্যতম প্রধান অনলাইন মিডিয়া বিডিনিউজ২৪ তাদের শিরোনাম করেছে,

বিএনপিকে জামায়াত ছাড়ার পরামর্শ ইইউর

বিরোধী দল দমনের পথ থেকে সরকারকে সরে আসতে বলার পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলাম থেকে দূরে থাকতে বিএনপিকে আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট।

অথচ বিবৃতির কোথাও জামায়াত বা হেফাজতের নাম ব্যবহার করা হয়নি!

জামায়াত প্রয়োজনে মন্দির পাহারা দেবে

রোববার বগুড়ার গাবতলীতে বিভিন্ন মন্দির ও সংখ্যালঘুদের খোঁজ নিতে গিয়ে জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী দেশের কোথাও কোন মন্দির ও সংখ্যালঘুদের অন্যায় অত্যাচার ও হামলা করেনি। কোন মুসলমান অন্য সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করতে পারে না। নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার নীলনকশানুযায়ী সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করে এর দায়ভার জামায়াতে ইসলামীর ওপর চাপাচ্ছে। প্রয়োজনে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা মন্দির পাহারা দেবে। এ সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপস্থিত ব্যক্তিরা বলেন, জামায়াত আমাদের কোন ক্ষতি করেনি। আমরা হিন্দু মুসলমান এই এলাকায় ভালভাবে মিলে মিশে আছি। মধ্য কাতুলী ও চক কাতুলী এলাকায় খোঁজ নিতে গিয়ে কালিমন্দিরে এ সময় উপজেলা জামায়াতের...২৬ পাতায়